দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 MAR 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

42

প্রসঙ্গঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র চাই

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সংবাদ-এ প্রকাশিত মোঃ রিয়াজুল হকের "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র চাই" সংক্রান্ত পত্রটির সাথে আমিও একমত। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে একটি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের অভাব অনুভব করছি। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নিকট বহুবার আবেদন-নিবেদন করেও কোন লাভ হয়নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, সেমিনার লাইব্রেরী কিংবা হল পাঠাগারে পর্যাপ্ত বই না থাকায় ছাত্র ছাত্রীদেরকে বই ক্রয় করে পড়তে হয়, কিন্তু ক্যাম্পাসে কোন বই বিক্রয় কেন্দ্র না থাকায় ছাত্র ছাত্রীদের অনেক কষ্ট স্বীকার করে ১৮ কিঃ মিঃ দূরে শহরে গিয়ে বই কিনতে হয়। তাছাড়া ক্যাম্পাসে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ম্যাগাজিন ও জার্নালের অপ্রতুলতার জন্য এগুলো ক্রয় করতেও ছাত্র ছাত্রীদেরকে শহরের দিকে ছুটতে হয়।

সুতরাং ছাত্র ছাত্রীদের মূল্যবান সময় ও কষ্টের কথা চিন্তা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে জরুরী ভিত্তিতে একটি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র খোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও মাননীয় উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখার জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিও অনুরোধ রইল।

সাইফুল হক;
৩য় বর্ষ বি. এস-এস (সম্মান)
লোক-প্রশাসন বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রামেরকাঠী স্কুলটি মেরামত করা হোক

বরিশাল জেলার অন্তর্গত উজিরপুর উপজেলার রামেরকাঠী একটি বৃহৎ গ্রাম। প্রায় ৬০০০ লোক এই গ্রামে বাস করে। অনুন্নত এই গ্রামটিতে একটি মাত্র স্কুল ছিল। পূর্বে স্কুলঘর নামে একটা কিছু ছিল, তাও এখন নিশ্চিহ্নের পথে। গত প্রলংকরী ঝড়ে তা ভেঙ্গে গেছে। প্রধান শিক্ষককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন, জীর্ণশীর্ণ স্কুলের ছবি পাঠিয়েছেন। অথচ এতসব করার পরও তারা আজ পর্যন্ত কোন খোঁজখবর রাখেননি।

এতএব, যাতে স্কুলঘরটি মেরামত করে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়া হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুখেন্দু লাল বৈদ্য
৩/পঃ জগন্নাথ হল, চা, বি।

যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণের আবেদন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সেসনজট নিরসনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। সেজন্য প্রথম বর্ষ থেকে শেষ বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করেছেন। এটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইতিমধ্যে প্রথম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীর পরীক্ষা নির্ধারিত সময়সূচী হতে দু'মাসেরও বেশী পিছানো হয়েছে। আগামী ১২ই জুন ১৯৮৪-৮৫ সেসনের তৃতীয় বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীর পরীক্ষা। পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসছে ৫% ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরীক্ষা পিছানোর দাবীর গুঞ্জনও তত শোনা যাচ্ছে। তাই কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন ৯৫% ছেলেমেয়েদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে যেন পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষার সময়সূচী বহাল রাখেন।

সেলিম আশরাফ লোদী,
৩য় বর্ষ (সম্মান),
লোক প্রশাসন বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সোনাইমুড়িতে পরীক্ষা কেন্দ্র বহাল রাখার আবেদন

বিগত ১৯৮৫ হইতে ১৯৮৮ সন পর্যন্ত সোনাইমুড়ি কেন্দ্রে এস, এস, সি পরীক্ষা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইবারও জনস্বার্থে উক্ত কেন্দ্র বহাল না রাখিলে নিম্ন বর্ণিত অবর্ণনীয় অসুবিধা ও দুর্ভোগের শিকারে নিপতিত হইয়া শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ ভোগান্তির সম্মুখীন হইবে। তাই নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলো সদয় বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় আদেশের নিমিত্ত পেশ করা হইল।

১। প্রস্তাবিত সোনাইমুড়ি উপজেলা এলাকার প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি হইতে বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ উপজেলা বেগমগঞ্জ উপজেলা সদর দপ্তরে চৌমুহনী পরীক্ষা কেন্দ্র ১৮।২০ মাইল দূরে অবস্থিত।

২। বর্তমান চৌমুহনী পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিক্ষার্থী/পরিক্ষার্থিনীদের আনুমানিক সংখ্যা চার হাজার বিধায় স্থান সংকুলান যথোপযুক্ত হইবে না বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা।

৩। বিশেষ করিয়া প্রস্তাবিত সোনাইমুড়ি উপজেলা অঞ্চলে প্রায় চার শতাধিক পরীক্ষার্থিনীর পক্ষে বর্তমান দূর-দূরান্তে অবস্থিত চৌমুহনী সদর দপ্তরের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসিয়া থাকা-খাওয়ার অবর্ণনীয় অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।

৪। পরীক্ষার্থিনী/পরীক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষাসমূহের সুদীর্ঘ সময় দূর দূরান্ত থেকে যাতায়াত করিয়া পরীক্ষা দেওয়া যেমন সাধ্যাতীত হইবে, অপরদিকে চৌমুহনীর মত জনাকীর্ণ এলাকায় থাকা-খাওয়ায় অবশ্যম্ভাবী জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।

৫। দরিদ্র অভিভাবকদের চৌমুহনী পরীক্ষা কেন্দ্রে তাহাদের প্রতিপাল্যদের পরীক্ষা দেওয়ানোর বিপুল ব্যয়ভার বহন করার মত আর্থিক সাধ্য নাই।

৬। বেগমগঞ্জ দেশের বৃহত্তম উপজেলা বেগমগঞ্জের ভেতর সোনাইমুড়িতে আনুমানিক ৪ লক্ষ লোক নিয়ে আরেকটি উপজেলা সৃষ্টির গণদাবী রয়েছে যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

৭। বেগমগঞ্জকে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপজেলা হিসাবে গণ্য করা উচিত। তাই প্রস্তাবিত সোনাইমুড়ি উপজেলা কেন্দ্রে অবস্থিত সোনাইমুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে বিগত বৎসরগুলির ন্যায় এইবারও পরীক্ষা কেন্দ্র বহাল রাখার এই গণদাবী জনগণের নির্বাচিত সরকারের নিকট অন্যায্য বিবেচিত হইবে না বলিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষানুরাগী জনগণের একান্ত বিশ্বাস।

বিশেষ বিবেচনাক্রমে বৃহত্তর গণস্বার্থে সোনাইমুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৮৯ ইং সনের এস,এস, সি পরীক্ষাগ্রহণের নিমিত্ত বিশেষ আদেশ প্রদানে মর্জি করতঃ পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনীদের তথা শিক্ষানুরাগী আপামর অভিভাবক জনসাধারণের অসুবিধা ও সমস্যা নিরসনের জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি

আবু তাহের ভূঁইয়া
গ্রাম: সোনাইমুড়ি
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।